১৬ই ডিসেম্বর - এক মা'র চোখে

ফওজিয়া সুলতানা নাজলী

আম্মা'র লেখা প্রতিটি চিঠিই ছিল আমার কাছে এক একটি উপহার যেন মনের দক্ষিনমুখি জানালা। চিঠির মতো ভালো ও দামী উপহার আর বোধহয় হয় না। তখন এখনকার মতো ফোনে কথাবলা এত সহজ ছিল না। যতই ফোনের ব্যপারটি সহজ হতে লাগলো ততই চিঠি পাওয়াটা কমতে লাগলো। ঠিক ডাকঘরের অমলের মতো অপেক্ষা করতাম কবে আম্মার- চিঠি আসবে। আম্মাকে অনেকবার বলেছিলাম আমার কাছে বেড়াতে আসতে। উত্তরে আম্মা বলতেন 'এত দীঘ ভ্রমণ করতে ভাল লাগবে না'। অনেক বছর পর আম্মা হঠাৎ করে একদিন বললেন, আমার কাছে বেড়াতে আসতে চান। আমার সেকি আনন্দ! এক সপ্তাহের মধ্যে ভিসা হয়ে গেল। আমার আম্মা আমার কাছে সিডনি আসলেন। সমস্ত আনন্দ, সুখ, খুশী যেন আমার চারিদিকে থই থই করছিল আম্মাকে এয়ারপোর্টে দেখে, সে এক অপূর্ব অনুভূতি অপূর্ব ক্ষণ । 'একি আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'।

আম্মাকে নিয়ে প্রতিদিন বেড়াতে বের হই। গাড়ীতে যেতে যেতে কবিতা শোনাই এটা ওটা কত বিষয়ে গল্প করি। স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে নিংড়ে নিংড়ে হীরের মত দূতি ছড়ানো আম্মাও তার জীবনের মধুর স্মৃতি আমায় বলেন, আমি বিস্মিত হয়ে শুনি।

কদিন না যেতেই একদিন আম্মা আমাকে বলেন, 'মা তোমার সংসার দেখার ইচ্ছে ছিল দেখলাম, এবার আমি দেশে যেতে চাই'। আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম 'কে আপনাকে পিছু টানছে? ' উত্তরে আম্মা বললেন 'দেশের মায়া দেশের প্রতি ভালবাসা।'

বিজয় দিবস উপলক্ষে আম্মা আমাকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। সিডনি থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আভাস' পত্রিকায় চিঠিটা প্রকাশিত হয়েছিল, সেই অনেক বছর আগে। এ বছর বিজয় দিবসের প্রাক্কালে আম্মা সিডনিতে আমার কাছে এসেছিলেন । এ আনন্দ বিজয় দিবসের আনন্দের মতই এক অপূর্ব অনুভূতি, যা কখনোই আমাকে ছেড়ে যাবে না।

'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা
বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা।'

মা,
তোমার সাথে অনেকদিন দেখা নাই। কতদিন হল তোমাকে দেখিনা। মন খারাপ হয়ে যায়। তোমার কথা, তোমাদের কথা, আমার কথা। অনেক কিছু ভুলে গেছি- অনেক কিছু ভুলে থাকতে চাই কিন্তু ভুলতে চাই না সুখ স্মৃতিগুলো। বেঁচে থাকতে চাই সুখের দিনগুলোর কথা নিয়ে।
তুমি দুঃখ করো না। তোমাকে নিয়ে তোমাদেরকে নিয়ে আমার স্মৃতিগুলো সবই সুখস্মৃতি। সেই স্মৃতিগুলো আনন্দে ভরা। মনে হয় প্রতিটি স্মৃতিই- প্রতিটি দিনই উৎসবের দিন। তবু সেই সুখের দিন আনন্দের দিন কিন্তু ঝট করে আসেনি, এসেছে কিছুটা দুঃশ্চিন্তা, কিছুটা যন্ত্রণার পর। সেই যে তুমি যখন একদম শিশু, তোমার হল কঠিন অসুখ, ভাল হয় না। কত চিকিৎসা, কত ডাক্তার, কত কষ্ট। তখন তো এখনকার মতো এত ভাল ঔষধ ছিল না। ছিল না ডায়াগনস্টিকের এত সুযোগ। কি কষ্ট তোমার- আর তা দেখে আমার বুক ভেঙ্গে যায়। কি করবো কোথায় যাব, ভেবে পাই না। তারপর তুমি ভালো হতে লাগলে তুমি ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলে-কি আনন্দ আমাদের সে তোমাকে বোঝাতে পারব না,

তা শুধু আমার নিজের, আমার বুক ভরা আনন্দ। আজ এই ব্যক্তিগত আনন্দ-উৎসবের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে এক শীতের আনন্দ-উৎসবের কথা। তুমি তখন কিছুটা বড় হয়েছ স্কুলে পড়ছো। তবু তখন তুমি অনেক ছোট। তোমার কি মনে আছে সেই দিনগুলোর কথা? হয়ত কিছু মনে আছে, বেশীর ভাগই নেই। তাহলে বলি এই বাংলায় ব্রিটিশের শাসন থেকে এলো পাকিস্তানের শাসন। আর পাকিস্তানের জনক ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু আর তখনই বাংলার ছেলেরা রুখে দাঁড়াল সে ১৯৫২ সালের কথা, আর ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষা বাংলার জন্য আমাদের তরুণরা রক্ত ঢেলেছিল রাজপথে-আর সেই রক্ত বীজ বুনেছিল বাংলার স্বাধীনতা আর তা অর্জিত হল দীর্ঘ ১৯ বছর পর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ এ।

বেশ কিছুদিন ধরেই তখন উত্তেজনা চলছিল। মিছিল মিটিং আর আলোচনা। মনে সবার সংশয় আলোচনা কি সফল হবে। বুঝে ফেললাম হবে না, সেদিন দুপুরে হঠাৎ করেই ছোট শান্ত শহরে গুলি চললো। অহেতুক মারা গেল নিরীহ কত ভায়ের প্রাণ, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো পেট্রলপাম্পে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়লো সবখানে এবং ২৫শে মার্চ হতে সবখানে, সমস্ত দেশে। আবার সেই যন্ত্রণা, সেই কষ্ট। কোথায় যাবো কী করবো। সেই তোমাদের জন্য ভাবনা। তোমরা কিছু বোঝনা। অসহায় বাচ্চা ছেলেমেয়ে। এমনি সব বাচ্চাদের নিয়ে সব বাবা মার যন্ত্রণা-কষ্ট কি হবে? চারিদিকে আগুন, চারিদিকে গুলি, লুটপাট, চারিদিকে অসম্মান, অবিশ্বাস আর বিশ্বাসঘাতকতা। জাতির কষ্ট, আমার কষ্ট তোমার কষ্ট, তোমাদের কষ্ট।

দূরে গাড়ির শব্দ শোনা যায়। ঐ আসছে ওরা, কি ভয় কি আতঙ্ক কি করি? তোমাদের নিয়ে, কোথায় লুকাই! এই এত বড় পৃথিবীতে তোমাদের নিয়ে লুকবার জায়গা খুঁজে পাইনা। সব জায়গায় ওরা, মনে হয় ঐ ওরা আসছে ধেয়ে, সবদিক থেকে গুলি করতে করতে,আগুন লাগাতে লাগাতে। কোথায় আর লুকিয়ে রাখবো তোমাদেরকে-তোমাদেরকে। লুকিয়ে রাখি আমার আঁচলের নীচে আর বুক উঁচিয়ে থাকি যেন তোমাদের কিছু না হয়। এর মাঝেই আকাশ ভরে গেল মেঘে ভীষণ বৃষ্টি যেন কতকাল বৃষ্টি হয় নাই। নদী খাল-বিল সব ভরে গিয়ে একাকার বৃষ্টি, বাজ বন্যা, গুলি সব মিলে তোমাদের কষ্ট, আমার কষ্ট, জাতির কষ্ট । সামনে কী জানিনা। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আমরা রুখে দাঁড়ালাম কিন্তু ঐ যে, নাই ট্রেনিং, নাই অস্ত্র কিন্তু আছে সাহস তাই মনে আছে ভরসা। যেমন তোমার অসুখে পাচ্ছিলাম না ঔষধ কিন্তু প্রাণান্তকর চেষ্টা ছিল, তাই ছিলো ভরসা।

এক সময় বুঝলাম আমরা এগুচ্ছি কিন্তু এই এগুনোর জন্য যে কত যন্ত্রণা। কত মায়ের বুক ফেটে খান খান হয়ে গেল। কোথায় গেল তাদের আদরের মানিকরা। শোনা গেল, দেখা গেল কত মানিক রতন এক কাতারে এক সাথে একাকার হয়ে গলাগলি করে লাশ হয়ে পরে আছে। আল্লাহ কেন তাদের মায়েদের আঁচলকে এত বড় করে দিল না যে তাদের আগলিয়ে রাখে হিংস্রতার বিরুদ্ধে, কাপুরুষতার বিরুদ্ধে। এরকম কত অসংখ্য লক্ষ্মীসোনা, মানিক রতনের বুকের রক্তের, পঙ্গুত্বের পর এল ১৬ই ডিসেম্বর। শীতের সকাল কেমন স্তবদ্ধতা নেমে এসেছিল চারিদিকে অস্বস্তিকর নীরবতা। আস্তে আস্তে রোদ বেড়েছে আবার রোদ নেমে গেল। সেই বিকেলে শুনলাম অসহনীয় দুঃখময় পরিবেশ শেষ। বিজয় এসে গেল রুখে দাঁড়াবার সাহসের জন্য। কি শান্তি। মনে হলো কত যুগ কত চড়াই উৎরাই হেঁটে কত ক্লান্তিকর ঘুমহীন রাত শেষে এলো ঘুম পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

কি সুখ! স্বাধীনতা এলো। এ এক পরিপূর্ণ স্বস্থি এক চির অম্লান সুখ স্মৃতি। এ বিশ্বে এমন কয়জন আছে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু এবং তার বিজয় প্রত্যক্ষ করেছে? যারা এই দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছে তাদের মধ্যে আমরা আছি। তুমি ছোট থাকলও সেই সৌভাগ্যবানদের তুমিও একজন এবং সেজন্য সব

সময় নিজেকে গর্বিত ভাববে। নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়ে আনন্দ চিত্তে সবাইকে তা জানিয়ে দিবে এই সুখ-স্মৃতি, যা তোমার নিজের, তোমার পরিবারের, তোমার সমাজের এবং তোমার জাতির।

এই সব সুখ-স্মৃতি নিয়ে পথ চলবে ভাববে সবার কথা। তাহলে ভালবাসতে পারবে সবাইকে আর ভালবাসা পাবেও সবার কাছ থেকে, না পেলেও ক্ষতি নাই, নিজের কাছেই নিজে তৃপ্ত থাকবে। যা কয়জন পারে? এই বিজয় মাসে আমার আনন্দ, দেশের আনন্দ পাঠালাম তোমাদের কাছে, বিজয়ের আনন্দ। ভালো থেকো।

চির আশীর্বাদিকা
আম্মা